

## রোজার প্রথম দিন

### কাজী জহিরুল ইসলাম

আজ রমজানের প্রথম দিন। স্বাস্থ্যগত কারণে এবার রোজা রাখতে পারছি না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। পূর্বদিকের বারান্দা। সকালের সূর্য এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ওপাশের একটি লেবাননি বাড়িতে বিশাল দুটি পাতুনিবাশ। পাতুনিবাশের পাতার চিরল ছায়া এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই ছায়াতে প্লাস্টিকের সবুজ চেয়ার টেনে বসে পড়ি। দু’টি ঘুঘু পালা করে ডাকছে। করুণ ডাক। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া তেমন বের হয় নি এখনো। বারান্দার উল্টোদিকে, ডানে আরো একটি বিশাল বাড়ি। ও বাড়ির দেয়ালের বাইরে, গাড়ি পার্কিংয়ে, একজন লোক সিঙ্কুরের মতো এক লোহার বাক্সের ডালা খুলছে। একটি গ্রন্থ বের করলো। ওর পরণে গেরুয়া রঙের বুদু (গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত জোকা ধরণের পোশাক), মাথায় শাদা টুপি, কাঁধের ওপর গোলাপী রঙের স্কার্ফ। এবার ও সিঙ্কুরের ওপর বসে পড়লো। তারপর গ্রন্থটির ভাঁজ খুলে তেলাওয়াত করতে লাগলো। সে কোরআন পাঠ করছে।

মার্কোরি এলাকায় এই দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায়। এদের অধিকাংশই অভিবাসী। বুরকিনা ফাসো থেকে জীবিকার সন্ধ্যানে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে আইভরিকোস্টে। আইভরিয়রা খুব অহংকারী জাতি। পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ আইভরিকোস্ট। এক সময় এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার ছিল। ওরা বুরকিনিদের সহ্য করতে পারে না মোটেও। ওরা মনে করে এই অভিবাসী মুসলমানগুলো এসেই আমাদের দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে। বুরকিনা ফাসো ছাড়াও টোগো, মালি এবং নিজার থেকেও আইভরিকোস্টে পাড়ি জমিয়েছে অনেকে। এই হতদরিদ্র দেশগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই মুসলমান। আইভরিয়রা ওদের কাজ না দিলেও, স্থানীয় লেবাননিরা ওদেরকেই কাজে নেয়। এদের অধিকাংশই নৈশ-প্রহরী, মালি, গৃহপরিচারিকা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কাজ-কর্ম করে। যারা কাজ জোগাড় করতে পারে না, তারা পথের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে ভিক্ষা করে।

বিকেলে যখন হাঁটতে বের হই তখনো ও কোরআন পাঠ করছে। আমি এগিয়ে যাই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওর তেলাওয়াত শুনি। কি সুমধুর সুর। এক কৃষ্ণ পুরুষের কণ্ঠে এমন অপূর্ব মধুর সুরে কোরআন পাঠ আগে আর কখনোই শুনিনি। *‘কু-লা মুসা লিক্বওমিহিস তা-ঈনু বিল্লা-হি অহবির ইমাল আরদোয়া লিল্লা-হি ইয়ুরিছুহা-মাই ইয়াশা-উ মিন ইবা-দিহ; অল আ-ক্বিবাতু লিলমুত্তাক্বীন’* (মুসা স্বীয় কণ্ঠমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য ধর, দেশ আল্লাহরই; তিনি বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকার করেন, পরিণামতো মুত্তাক্বীদের জন্য।) আমি চোখ বন্ধ করি, এই আওয়াজ শুনে কে বুঝবে ও কালো না শাদা। তৎকালীন মক্কার সবচেয়ে সম্পদশালী দুটি গোত্রের একটির প্রধান ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক আর অন্যটির প্রধান ছিলেন কাফের উমাইয়া ইবনে খলফ। উমাইয়ার কৃতদাস কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বেলাল গোপনে ঈমান এনেছিলেন বলে তার ওপর বর্বরোচিত অত্যাচারের খড়গ নেমে আসে। ‘দি মেসেজ’ সিনেমাতে এ দৃশ্য দেখেছি। এই নির্মম অত্যাচারের খবর পেয়ে আবুবকর বেলালের যা দাম তার চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে বেলালকে ছাড়িয়ে আনেন এবং মুক্ত করে দেন। এই বিষয়ের ওপর একটি সূরা নাযিল হয়। সূরা না’ইল।

সেই কালো পুরুষ হযরত বেলাল মদিনায় ইসলামের প্রথম মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে আজান দেন। সেটাই ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক আজান। সেই আজান শুনে আনন্দে আমার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, দেখ বিশ্ববাসী, ধর্ম কিভাবে বর্ণবিভেদ দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। মক্কা বিজয়ের পরেও ক্বাবা ঘরে প্রথম আজান হযরত বেলালই দেন।

লোকটি কোরআন বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। ‘বঁসুয়া’ (শুভ বিকেল) বলে শুভেচ্ছা জানায়। আমিও বঁসুয়া বলে আরো কয়েক পা এগিয়ে ওর কাছে যাই। ওর নাম জিজ্ঞেস করি। ‘আমি ইব্রাহিম বাস্বা। আপনি কি আমাকে কিছু সিএফএ দেবেন? রমজান মাস। আল্লাহপাকের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করছি। কিছু অর্থ পেলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ইফতারি আর সেহরী খেতে পারি’। মার্কোরি ধনী লেবাননিদের আবাসিক এলাকা। ইব্রাহিম বাস্বাকে অতিক্রম করে যাবার সময় বিলাসবহুল জমকালো একেকটা মাসিডিজ, বিএমডব্লিউ, পূঞ্জো, শের্বোলে ঘোং করে থামে। টিনটেড কাচ নেমে যায়। ভেতর থেকে ধবধবে ফর্শা রমণীদের হাত বেরিয়ে আসে। টুং করে কিছু খুচরা পয়সা পড়ে ওর এলুমিনিয়ামের বাটিতে।

তখন ইফতারির আজান হয়ে গেছে গেছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে মার্কোরির সবচেয়ে অভিজাত সড়কটি অতিক্রম করি। এখানে চার/পাঁচটি লেবাননি বাড়ির সাক্ষ্যপ্রহরী, মালি একত্রিত হয়ে ফুটপাতে কাগজের ছেঁড়া কার্টন বিছিয়ে গোল হয়ে বসেছে। ওদের সামনে কয়েকটি বাটিতে এবং এলুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো নানান রকম খাবার। আলুকো, কুসকুস, এ্যাটেকে, পৌড়া মাংস, পেঁয়াজপাতা, মূলা, লেটুশপাতা আর কামরাঙা মরিচ। আমাকে দেখে সবাই সম্বরে বলে উঠলো, ‘বঁসুয়া’। ওদের একজন, যার দুই পাশের গালে তিনটি করে ছয়টি আঁচড়ের দাগ, যার উচ্চতা সাত ফুট, যার গায়ে অসুরের মতো শক্তি, এবং যে সেই অসুরশক্তি কোন এক অদ্ভুত উপায়ে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে মনিবের সামনে এসে দাঁড়ায়, সে দুই হাত নেড়ে তার বড় বড় দাঁতগুলো বের করে একটি প্রশস্ত হাসি দিয়ে আমাকে ডাকছে ওদের সাথে ইফতারিতে অংশ নেয়ার জন্য। এই লোকগুলোর সাথে আমার একটি নিঃশব্দ, নির্বাক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। রোজই এই পথ দিয়ে হেঁটে যাই। রোজই চোখাচোখি হয়। কখনোই বঁজু (সুপ্রভাত), বঁসুয়ার বেশি কোন কথা হয় না। কিন্তু এরই মধ্যে ওদের সাথে কেমন যেন এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়, যেদিন সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে হাঁটতে বের হই, তখন ‘এই লোকগুলো আছে’ এই ভরসায়ই সাহস পাই। এই নিরাপত্তাহীনতার শহরে একদল আমারই মতো অভিবাসী কালো মানুষের উপস্থিতি আছে জেনে নিজেকে নিরাপদ মনে করি। ইফতারিতে যোগ দেওয়ার জন্য ওদের আন্তরিক আহবানে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। আমিতো রোজা রাখিনি। রমজান মাসে রোজা না রেখে পথে বের হওয়া এ দেশেও এক বিরাট বিড়ম্বনা। ভীষণ বিরতকার অবস্থায় পড়তে হয়। ঠিক করেছি, কাল থেকে রোজা রাখবো। এবং একদিন সত্যি সত্যি ওদের সাথে ইফতারি করতে ফুটপাতে বসে পড়বো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭